দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪ ...

রবিবার তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ছাত্রলীগ ও শিবিরের সংঘর্ষ -জীবন আহমেদ

# ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে তেজগাঁও পলিটেকনিক অনির্দিষ্টকাল বন্ধ

## ছাত্রাবাস ভাংচুর ও রুম তছনছ ॥ আহত অর্ধশতাধিক

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে রবিবার কমপক্ষে অর্ধশতাধিক ছাত্র আহত হয়েছে। ভাংচুর ও তছনছ করা হয়েছে লতিফ ছাত্রাবাসের ২৫/৩০টি কক্ষ। এ সময় হলে লুটপাটের ঘটনাও ঘটে। কর্তৃপক্ষ সহিংসতা এড়াতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করেছেন। গতকাল বিকাল ৫টার মধ্যে ছাত্ররা হল ত্যাগ করেছে। হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তায় পুলিশ ও র‍্যাব মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্ররা জানান, শনিবার তুচ্ছ একটি ঘটনাকে নিয়ে এই সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ছাত্র শিবিরের কর্মী প্রথম বর্ষের সুমন শনিবার রাতে হোস্টেল (২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

## ছাত্রলীগ-শিবির

(প্রথম পৃঃ পর)

ডাইনিংয়ে খেতে গিয়ে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের টেবিলে বসে পড়ে। এ সময় ছাত্রলীগ সমর্থিত তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শাহিন তাকে বাধা দেয়। এ নিয়ে উভয়ের মুখে কথা কাটাকাটি হয়। শাহিন একপর্যায়ে সুমনকে মারধর করে। লতিফ হলে গিয়ে সুমন শিবিরের সিনিয়র নেতাদের বিষয়টি জানালে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে শাহিনের ৩১১ নম্বর কক্ষে হামলা চালায়। লোহার রড, হকিস্টিক ও গজারি কাঠের লাঠি দিয়ে শাহিনকে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। তার কম্পিউটারসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ভাংচুর ও রুম তছনছ করে। এ সময় শাহিনকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয় কেমিক্যাল বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র মোক্তার আলী, একই বিভাগের ছাত্র রায়হান,ও শিহাব। তাদের ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে।

হামলার খবর মুহূর্তে লতিফ হল পূর্ব-পশ্চিম, জহির রায়হান ও ড. কাজী মোতাহার হলে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রলীগ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা রাতেই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। তারা শিবিরের ছাত্রদের অবস্থানরত হলগুলোতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। শিবির কর্মীরাও পাল্টা হামলা চালায়। উভয় পক্ষের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে রাতে সাজ্জাদ, নূরে আলম, মামুন, দিদার, আলিম, মোজাম্মেলসহ ১০ জন জখম হয়। রবিবার সকালে থেমে ফের সংঘর্ষ শুরু হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর লতিফ হলে শিবির কর্মীরা লোহার রড, লাঠিসোঁটাসহ হামলা চালায়। এ খবর পেয়ে ছাত্রলীগের কয়েকশ' কর্মী লাঠিসোঁটা, হকিস্টিক এবং অন্যান্য দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লতিফ হলে পাল্টা হামলা চালায়।

এই হামলায় ~~ছাত্রদলের একটি অংশ জড়িয়ে পড়ে।~~ এক সময় হলের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলার বেশ কয়েকটি রুম ভাংচুর ও তছনছ ~~করা হয়।~~ শিবির কর্মী মেকানিক্যাল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হেলাল খান (২০), ফাহিম (২১), হৃদয় (১৯), কবির হোসেন (২২), স্বপন (১৯), জসিম (২০), সেলিম আহমেদ (২১) ও লিয়াকত হোসেন (২২) রিপনসহ ১৬ জন গুরুতর জখম হয়। একই সময় শিবিরের পাল্টা হামলায় মহসিন, সুমন রায়হান, লিকসন, জাহিদ, মোতাহার, বিল্লাহ হোসেন, জুয়েল, জাকির, শাওন, কামালসহ ১২ জন জখম হয়। আহতদের ঢাকা মেট্রোপলিটন ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুপুরে ছাত্রলীগ কর্মীরা তেজগাঁও রাস্তা অবরোধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রথমে বাধা, ও পরে তাদের উপর লাঠিচার্জ করে। এতে কয়েকজন ছাত্র জখম হয়।

কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শতাধিক দাঙ্গা পুলিশ ও র‍্যাব সদস্য মোতায়েন করা হয়। সাদা পোশাকে অন্যান্য সংস্থার সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। লতিফ ছাত্রাবাসে আটকেপড়া শতাধিক শিবির কর্মীকে পুলিশ জিম্মিদশা থেকে মুক্ত করে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এ সময় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মীরা নানা শ্লোগান দিতে থাকে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষক আলমগীর মহিশাল ছাত্র শিবিরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। ছাত্ররা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

অপরদিকে ছাত্র শিবিরের পক্ষে বলা হয়, তিতুমীর কলেজ, তেজগাঁও, গ্লাস সিরামিক, টেক্সটাইল ও ঢাকা কলেজের ছাত্রলীগ সমর্থিত ছাত্র ও বহিরাগতরা তাদের উপর হামলা করেছে। হামলায় শতাধিক কর্মী আহত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। পক্ষান্তরে ছাত্রলীগ এই হামলাকে ষড়যন্ত্র ও উস্কানিমূলক বলে অভিহিত করেছে। তারা দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মোঃ সামছুল আলম জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রবিবার থেকে প্রতিষ্ঠানটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঘটনা তদন্তে অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান, আবুল কাশেম মজুমদার ও ফকির আবদুল মান্নানের সমন্বয়ে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে তিনি জানান।

### ছাত্র শিবিরের নিন্দা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুর রহমান ও সেক্রেটারী জেনারেল রেজাউল করিম গতকাল এক বিবৃতিতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগের হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন। তারা হামলার ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান।